Press Statement - GM Mustard (DMH-11)

The recent drive by the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) to approve commercial release of GM Mustard (DMH-11) appears to be unduly hasty. While a verdict from the Supreme Court in this regard is awaited it needs to be pointed out that seven years after the moratorium was imposed on the release of BT Brinjal, a credible regulatory mechanism that can conduct long-term tests and ensure bio-safety concerns is still absent in the country. The assessment conducted seems to have been done in undue haste and the assessment protocol also seems to have several critical flaws. The protocol for assessing pollen flow from the GM Mustard can be argued to be inadequate and the productivity claims also appear to be questionable. The GM variety has also been tolerant to a herbicide Gluphosinate and a multinational company has monopoly over its production. Apart from the fact that release of this mustard variety will give huge market privilege to that company and enable unabated profiteering, there was also no assessment of this herbicide on the bees and other groups of pollinators. The entire assessment seems to have been done in surprising haste.

While Paschimbanga Vigyan Mancha is not against scientific innovation it also has a clear position against any technology that challenges environmental safety and human health. It also stands for wide democratic consultation with stake holders before such genetically engineered products are released environmentally. PBVM demands an independent bio-safety precautionary assessment mechanism that should undertakes the scrutiny of GM Mustard or for that matter any similar forthcoming genetically engineered crop varieties. Till such time, PBVM demands holding back approval of GM Mustard.

Paschimbanga Vigyan Mancha

প্রেস বিবৃতি - জি এম সর্ষে (ডি এম এইচ - ১১)

সম্প্রতি জেনেটিক প্রযুক্তি মূল্যায়ন কমিটি (জি ই এ সি) জি এম সর্ষে (ডি এম এইচ - ১১)র বাজারীকরণের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিষয়টি এই মুহূর্ত্তে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কিছু প্রসঙ্গ অবশ্যই উল্লেখ করা আবশ্যক। বি টি বেগুন বাজারীকরণের পূর্ব প্রচেষ্টায় স্থগিতাদেশ দেওয়ার সাত বছর পরেও দেশে জীন প্রযুক্তি মূল্যায়নের কোন বিশ্বাসযোগ্য নিয়ন্ত্রক/নিয়ামক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি/হয়নি, যা দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা নিরীক্ষা জাত মূল্যায়নের মাধমে জৈব ও পরিবেশ গত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

জি এম সর্ষের ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াতে নানা গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক ফোকর রয়েছে। জি এম সর্ষে থেকে পরাগ রেণু বেরিয়ে অন্য ফসলকে সংক্রামিত করার সম্ভাবনা বা অধিকতর ফলন সংক্রান্ত দাবীর যথাযথ মূল্যায়ন যে হয়নি তা দিনের আলোর মত পরিস্কার এবং এবিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। এই জি এম সর্ষেকে গ্লুফোসিনেট নামক আগাছা নাশকের সহনশীল করা হয়েছে। ফলে সর্ষেখেতের আগাছা দমনের জন্য গ্লুফোসিনেটই প্রয়োগ করতে হবে। আর এই গ্লুফোসিনেট উৎপাদন সত্ত্বের একাধিপত্য রয়েছে এক বহুজাতিক আগাছা নাশক প্রস্তুতকারী কোম্পানীর। এই সর্ষে বাজার জাত হলে ঐ কোম্পানীর মুনাফা বাড়বে শুধু তাই নয় - এই গ্লুফোসিনেটের প্রভাব পরাগ মিলনকারী পতঙ্গদের উপর কী হবে তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। সমগ্র মূল্যায়নটি হয়েছে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে একটিই মাত্র মরশুমে। এই জাতীয় ফসলের মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ একাধিক মরসুম ও একাধিক বর্ষব্যাপী।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের বিরোধী নয়। কিন্তু যেকোন প্রযুক্তির পরিবেশগত ও মানুষের শারীরবৃত্তীয় নিরাপত্তা বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট অবস্থান রয়েছে। যে প্রযুক্তি তা নিশ্চিত করে না, আমরা তার বিরোধী। জীন প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক গণতান্ত্রিক রীতি সম্মত আলাপ আলোচনার পক্ষে। তাই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ জি এম সর্ষে বা এই জাতীয় ভবিষ্যতের যেকোন জীন প্রযুক্তি জাত ফসলের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ব্যতিরেকে বাজারীকরণের বিরুদ্ধে মতামত জানাচ্ছে। সে ব্যবস্থা যাতে দ্রুত গড়ে উঠে তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ দৃঢ় দাবি জানাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ